বাংলা বিভাগ, শৈলজানন্দ ফাল্গুনী স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, বীরভূম

Subjective Type Question & Answer for 4th Semester, 2020 (B.U Exam.)

Prepared by
Dr. Ajoy Saha
Astt. Prof. of Bengali

CC – 10 : বিষয় : নীলদর্পণ

বিষয়ভিত্তিক রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : ''নীলদর্পণ' উদ্দেশ্যমূলক নাটক হলেও এটি দীনবন্ধুর এক সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি।' – মন্তব্যটি পর্যালোচনা কর।

উত্তর : শিল্প-সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি। আবার অনেকের মতে প্রয়োজনের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি। মধ্যপথচারী সমালোচকদের মতে, সাহিত্যে এই দুই গুণই বর্তমান। তবে নিতান্তই সাময়িক প্রয়োজনে সাহিত্য রচিত হলে এবং তার শিল্পসম্মত প্রকাশের চেয়ে প্রয়োজনটাই মুখ্য হয়ে উঠলে প্রয়োজন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকসমাজ তা বিস্মৃত হয়।

উনিশ শতকের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিশেষ একটি সমস্যা নিয়ে 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটক রচনা করেন – যাকে পুরোপুরি উদ্দেশ্যমূলক বলতে পারি। ভূমিকায় নাট্যকার স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "নীলকরনিকরকরে নীলদর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ নিজ মুখ সন্দর্শনপূর্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরত-কলঙ্ক-তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্তে পরোপকার-শ্বেতচন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা।"

নাটকের চরিত্রগুলি একান্ত বাস্তব। সেকালে নীলকর সাহেবরা দাদন দিয়ে চাষীদের নীল বোনার চুক্তিতে জোর করে আবদ্ধ করত। অনিচ্ছুক চাষীদের নির্যাতন বা হত্যা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এই অত্যাচার ও নিপীড়নের রূপটি লেখক দুটি পরিবারের কাহিনির মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করেছেন। নীলকরদের অত্যাচারে গোলোক বসু, নবীনমাধব প্রাণ দিয়েছেন ; তোরাপ রাইচরণ ও অন্যান্যরা নীলকরদের নির্মমতার বলি হয়েছে। ক্ষেত্রমণির মত গৃহস্থ কন্যা ও বধূদের মর্যাদা, সতীত্ব সাহেবদের হাতে পদে পদে লাঞ্ছিত হয়েছে। নদীয়ার গুয়াতোলির মিত্র পরিবারের দুর্দশা আলোচ্য আখ্যানের ভিত্তিভূমি। তাছাড়া আর্চিবল্ড হিলস নামক এক নীলকর হরমণি নামের যে কৃষক কন্যাকে কচিকাটা কুঠিতে আটকে রেখে যে অত্যাচার করেছিল, সেই সত্য ঘটনারই ছায়াপাত ঘটেছে ক্ষেত্রমণি-রোগ সাহেব প্রসঙ্গে। আসলে নাটকটির

চরিত্রগুলি শুধু নাম ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ বাস্তব চরিত্র। আর এই সমস্ত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের মনে অসন্তোষের যে আগুন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল, 'নীলদর্পণ'-এর প্রকাশে তারই শিখা লেলিহান হয়ে উঠল। জনজীবনে এক জাতীয় চেতনার অভ্যুদ্যয় ঘটল। আর এই মহা- উদ্দীপনার ফলস্বরূপ নীলকরের অত্যাচার থেকে বাঙালি কৃষক মুক্তি পেল। তাই বলতে পারি, ঔপন্যাসিক মিসেস স্টো রচিত 'Uncle Tom's Cabin' যেমন আমেরিকার কাফ্রিদের দাসত্ব দূর করেছিল, তেমনই 'নীলদর্পণ'ও বাংলা অসহায় চাষীদের অত্যাচার মোচন করেছিল।

বিশেষ দেশ-কালে সীমাবদ্ধ জনসমাজের প্রতি সত্যকার সহানুভূতি নিয়ে 'নীলদর্পণ' নাটকটি রচিত হলেও এর মধ্যে যথেষ্ট শিল্পগুণের পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুলি হল –

১। লেখক যে চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেছেন তা বাঙালি জীবনের নিজস্ব ক্ষেত্র থেকে পরিকল্পিত ও সম্পূর্ণ বাস্তবতার উপাদানে সৃষ্ট। বাংলা সাহিত্যে এই কৃতিত্ব দীনবন্ধুই প্রথম দেখিয়েছেন।

২। এর কাহিনি ও চরিত্রের মধ্যে সর্বকালের সর্বদেশের অত্যাচারিত জনগণের অসহায় ছবি ভেসে ওঠে। নীলকরদের বিরুদ্ধে গ্রামীণ চাষীদের এই প্রতিবাদ সবলের বিরুদ্ধে, দুঃখ-লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে দুর্বলের নিত্যকালের প্রতিবাদ। তাই আমাদের মন থেকে হারিয়ে যায় তোরাপ অথবা রাইচরণ – শুধু থাকে চিরলাঞ্ছিত, অপমানিত মানবতার এক করুণ ছবি।

৩। ক্ষেত্রমণির উপর রোগসাহেবের অত্যাচার শুধু শুধু সেকালীন নীলকরদের অত্যাচার ও বাংলার বধূদের অসহায়তার ছবি নয়, সর্বকালের মানুষের পাশব প্রবৃত্তির কাছে দুর্বল নারীর আত্মাহুতি ও লাঞ্ছনারই পরিচায়ক।

৪। তোরাপের মধ্যে আমরা খঁজে পাই চিরকালীন প্রভু আনুগত্যের এক জীবন্ত বিগ্রহ।

৫। করুণ রস সৃষ্টিতে লেখক যে দক্ষতা দেখিয়েছেন, তা উত্তরকালের বহু প্রতিভাশালী নাট্যকারকে প্রভাবিত করেছে।

৬। রেবতী চরিত্রের মধ্যে পাই চিরন্তন মাতৃহৃদয়ের গভীর আর্তি।

৭। নাটকটিতে কল্যানমূলক গোষ্ঠী চেতনার অপূর্ব পরিচয় পাই নবীনমাধব, সাধুচরণ, তোরাপ প্রভৃতি চরিত্রগুলির মধ্যে।

পরিশেষে বলতে পারি সমকালীন এক সঙ্কটের প্রেক্ষিতে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে 'নীলদর্পণ' নাটকটি রচিত হলেও দীনবন্ধুর অসাধারণ সৃষ্টি কৌশলে নাটকটি সেই সমকালীন গণ্ডী অতিক্রম করে নিত্যকালের সাহিত্য দরবারে স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

****

Prepared by Dr. Ajoy Saha Astt. Prof. of Bengali, S.F.S Mahavidyalaya